আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

ANSAR-VDP UNNAYAN BANK

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ঋণ ও অগ্রিম উপ-বিভাগ

অপারেশন সার্কুলার নং-০৯/২০১৮ তারিখ ঃ ১২-০৪-২০১৮

সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
বাংলাদেশ।

বিষয় ঃ আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ''কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" এর আওতায় গৃহীত ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা ঋণ প্রদানের নীতিমালা।

প্রিয় মহোদয়,

আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ''কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" বাস্তবায়নে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার কার্যক্রমকে বেগবান করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন অতীব প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গত ১৪-০৯-২০১৭ তারিখের সূত্র নং এসিডি (জিবিডি) ৫৩৭(৫৪)/২০১৭-৪৪৮০ এর মাধ্যমে অত্র ব্যাংকের অনুকূলে ''কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" এর আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য ২০০.০০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। উক্ত মঞ্জুরীপত্রের প্রেক্ষিতে গত ১১-০৪-২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অত্র ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আলোচ্য কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য গত ০৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির ১৮৭ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে ''কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" নামে একটি নুতন ঋণ প্রোডাক্ট চালু করা হলো।

২। আলোচ্য ঋণ কর্মসুচী বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা জারী করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	বিষয়		বিবরণ
১।	ঋণ কর্মসূচীর নাম	ঃ	''কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" ঋণ।
২।	টার্গেট গ্রুপ	ঃ	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণকে এই কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদান করা হবে।
৩।	ঋণ বিতরণের এলাকা	ঃ	শাখার আওতাধীন এলাকা। শাখার আওতাধীন এলাকা বলতে শাখা সংশ্লিষ্ট থানা/উপজেলা/জেলা সদর/সিটি কর্পোরেশন এলাকা।
৪।	তহবিলের উৎস	ঃ	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ।
৫।	ঋণের খাতসমূহ		(নিচের সারণি দেখুন)

ক্রম	খাতের নাম	ক্রম	খাতের নাম
১	গবাদী পশু ও গাভী পালন;	১২	নার্সারী প্রকল্প;
২	দুগ্ধ খামার;	১৩	উদ্যান প্রকল্প;
৩	গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ;	১৪	শাক-সবজী উৎপাদন;
৪	মহিষ ক্রয়;	১৫	ফলমূল উৎপাদন;
৫	পোল্ট্রি (ব্রয়লার/লেয়ার) খামার স্থাপন;	১৬	কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ;
৬	হাঁস পালন;	১৭	গ্রামীণ পরিবহন;
৭	পুকুরে মৎস্য চাষ;	১৮	সৌরবিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন;
৮	মৎস্য হ্যাচারী প্রকল্প;	১৯	কৃষি ভিত্তিক প্রকল্পে চলতি মূলধন;
৯	চিংড়ী চাষ;	২০	কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়;
১০	মৌমাছি পালন;	২১	মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়;
১১	মৎস্য ও পশু সম্পদের খাদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয়;	২২	আনসার-ভিডিপি প্রণোদনা কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প

ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা যাবে।

ক্রঃ নং	বিষয়		বিবরণ
৬।	ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	ঃ	ক) উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে; খ) আনসার ও ভিডিপির সদস্য হতে হবে; গ) আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার হতে হবে; ঘ) উদ্যোক্তার ১৮ বছরের উর্ধ্বে বয়স হতে হবে এবং দেউলিয়া, মাদকাসক্ত, আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত, উম্মাদ ও জড়বুদ্ধি সম্পন্ন নহেন এমন ব্যক্তি হতে হবে; ঙ) অবশ্যই স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে; চ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা এনজিও তে ঋণ খেলাপী হলে অত্র ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না; ছ) উদ্যোক্তার ইকুইটি বহনের ক্ষমতা থাকতে হবে; জ) উদ্যোক্তা কর্তৃক অত্র ব্যাংকের সংশিণ্টষ্ট শাখায় একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলে পরিচালনা করতে হবে; ঝ) প্রত্যেক ঋণগ্রহীতাকে সংশিণ্টষ্ট শাখায় একটি এসডিপিএস হিসাব খুলতে হবে।

বিষয় ঃ ''কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" এর আওতায় ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা ঋণ প্রদানের নীতিমালা।

ক্রঃ নং	বিষয়		বিবরণ
৭।	ঋণ সীমা	ঃ	ঋণের সিলিং একক ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং গ্রুপের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪০.০০ লক্ষ টাকা।
৮।	সুদের হার	ঃ	ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে বার্ষিক সুদের হার ৯%।
৯।	ঋণের মেয়াদ ও গ্রেস পিরিয়ড এবং পরিশোধ পদ্ধতি	ঃ	ক) স্বল্প মেয়াদী ঋণ ঃ এ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১ বছর। স্বল্প মেয়াদী খাতে বিতরণের জন্য ঘূর্ণায়মান/ আবর্তনশীল হিসেবে ঋণ প্রদানের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১ বছরের মধ্যে সুদসহ আদায় করে ঋণ আদায় উপ-বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। খ) মধ্যম মেয়াদী ঋণ ঃ এ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর। উভয় ক্ষেত্রেই ঋণ প্রদানের তারিখ হতে কমপক্ষে ৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণের ধরন অনুযায়ী সাপ্তাহিক/ মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ভিত্তিতে কিস্তি আদায়যোগ্য হবে।
১০।	ঋণ ও ইকুইটির অনুপাত	ঃ	ক) ন্যূনতম ৭০ ঃ ৩০। কোন উদ্যোক্তা বেশী মার্জিন প্রদানে আগ্রহী হলে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যাবে। খ) প্রকল্পে উদ্যোক্তার আয়, ব্যয়, মুনাফা এবং ব্যাংক ঋণ ও উদ্যোক্তার মার্জিন ইত্যাদি উল্লেখ করে একটি উন্নত মৎস্য চাষ প্রকল্পের ''প্রোজেক্ট প্রোফাইল" নমুনা হিসেবে প্রদান করা হলো (সংযুক্তি-৩)
১১।	প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি (চেক লিষ্ট)	ঃ	ক) আবেদনকারীর ২ (দুই) কপি সত্যায়িত ছবি; খ) গ্যারান্টারের ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি; গ) আবেদনকারী ও গ্যারান্টরের জাতীয় পরিচয়পত্রের উভয় পার্শ্বের সত্যায়িত ফটোকপি; ঘ) ব্যাংক শেয়ার ক্রয়ের প্রমানকের সত্যায়িত ফটোকপি; (অপারেশন সার্কুলার নং-৩৯/২০১৭ তারিখ ০৫-০৩-২০১৭ অনুযায়ী শেয়ার ক্রয় করতে হবে)। ঙ) চাকুরীরত থাকলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র এবং ঋণ গ্রহণের অনাপত্তি পত্র; চ) সহজামানতি সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত চেইন ডকুমেন্টসহ সকল কাগজপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : i) মূল দলিলের কপি/ভায়া দলিলের কপি/আরএস থেকে সকল পর্চার সার্টিফাইড কপি/ খারিজা পর্চা/ ডিসিআর/ হালসনের খাজনা পরিশোধের দাখিলার সত্যায়িত কপি/Non-Encumbrance সার্টিফিকেট; ii) প্রকল্প ভূমি স্থান নিজস্ব হলে প্রকল্প জমির মালিকানা সত্ত্বের দলিলাদি এবং ভাড়া হলে বৈধ ভাড়ার চুক্তি পত্র; ছ) ইকুইটির উৎস ও যোগান সম্পর্কে ঘোষনাপত্র থাকতে হবে; জ) নিজস্ব বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস সম্পর্কে বাস্ত্মবসম্মত ঘোষনাপত্র।
১২।	চার্জ ডকুমেন্ট	ঃ	ক) ডিপি নোট; খ) লেটার অব গ্যারান্টি; গ) লেটার অব হাইপোথিকেশন; ঘ) তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি (ঋণের নিরাপত্তা হিসাবে উদ্যোক্তার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তির জমির দলিলপত্র জমা রাখা/বন্ধক দেয়ার ক্ষেত্রে); তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টরের ক্ষেত্রে জামানতি সম্পত্তির চেইন ডকুমেন্টসহ সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে। ঙ) লেটার অব রিভাইভাল; চ) আবেদনকারীর ক্ষমতা অর্পণপত্র বা লেটার অব লিয়েন; ছ) স্বামী/স্ত্রী (Spouse) এর জিম্মাদার পত্র; জ) লেটার অব কন্টিনিউটি; ঝ) যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ও পূরণকৃত মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব চেকসহ উদ্যোক্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে কোন তফশীলী ব্যাংকের সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবের সুদসহ পাওনা টাকার সমপরিমাণ অংকের ০২ (দুই)টি চেক।
১৩।	মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীমে চাঁদার পরিমাণ	ঃ	অপারেশন সার্কুলার নং-১৯/২০১৬ তারিখ ১০ মে ২০১৬ অনুযায়ী ''মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম (Death Risk Coverage Scheme)" এ চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। সদস্যের মৃত্যুর তারিখ হতে তার অনাদায়ী ঋণের উপর সুদ ধার্য করা যাবে না।
১৪।	ঋণ বিতরণ পদ্ধতি	ঃ	ক) অত্র কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বরাদ্দ অনুযায়ী যথাসময়ে ঋণ বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে। খ) ঋণগ্রহীতাকে মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ অত্র ব্যাংকে পরিচালিত ঋণগ্রহীতার সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে (বিস্তারিত মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী)।
১৫।	হিসাব কোড	ঃ	আলোচ্য ঋণ হিসাবের কোড 30420310, সুদ হিসাবের কোড 29012170 এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ হিসাবের কোড 30420320।
১৬।	ঋণ আবেদন ফরম ও ফরমের মূল্য	ঃ	স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদী উভয় ঋণের ক্ষেত্রে অভিন্ন ঋণ আবেদন ফরম (এফ-৩৯) ব্যবহার করতে হবে। ঋণ আবেদন ফরমের মূল্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০১ অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করতে হবে ঃ

ক্র: নং	ঋণের সিলিং	ঋণের আবেদন ফরমের মূল্য
১	৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০০/-
২	৩.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে যে কোন পরিমাণ	২০০/-

বিষয় ঃ <u>''কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" এর আওতায় ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা ঋণ প্রদানের নীতিমালা</u>।

ক্রঃ নং	বিষয়		বিবরণ
১৭।	জামানত	ঃ	**ক) প্রাথমিক জামানত :** প্রকল্প/ব্যবসার যাবতীয় মালামাল ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশন থাকবে।
			খ) সহজামানত : i) ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের বিপরীতে সহজামানতের প্রয়োজন নেই। তবে এ ক্ষেত্রে ঋণের বিপরীতে ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন একজন ব্যক্তির ঋণের বিপরীতে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে পরিশিষ্ট-'ক' অনুযায়ী ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নিতে হবে; ii) ১.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্ব হতে ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে আবেদনকারী/গ্যারান্টি প্রদানকারীর (তৃতীয় পক্ষের) সম্পত্তির মূল দলিল/সকল পর্চার সাটিফাইড কপি Memorandum of Deposit of Title Deed সম্পাদনপূর্বক ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এবং গ্যারান্টরের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহন করতে হবে। iii) ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বের ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক জামানতি সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকুলে রেজিষ্টার্ড বন্ধক দিতে হবে। জামানতি সম্পত্তির মূল দলিল/সকল পর্চার সাটিফাইড কপি ব্যাংকে জমা রাখতে হবে; iv) আদালতের হস্তক্ষেপ/অনুমতি ব্যতীত বন্ধককৃত জমি বিক্রি করার ক্ষমতা ব্যাংকের অনুকূলে ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত একটি বিশেষ ধারা নিবন্ধিত দলিলে সংযোজন করতে হবে; v) ২.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে জামানতি সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে আইন উপদেষ্টার মতামত নিতে হবে এবং ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বের ঋণের ক্ষেত্রে আইনগত মতামত গ্রহনের পাশাপাশি বন্ধকী দলিল আইন উপদেষ্টা কর্তৃক প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে।
			গ) জামানতের অন্যান্য বিষয়গুলোঃ i) কোন উদ্যোক্তার নিজের নামে সম্পত্তি না থাকলে ৩য় পক্ষীয় সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ প্রদান করা যাবে। এখানে তৃতীয় পক্ষ বলতে উদ্যোক্তার স্বামী/স্ত্রী (Spouse)/পিতা/মাতা/সন্তান/ভাই/বোন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত ও ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাবে; ii) ঋণ প্রদানকারী শাখার কমান্ড এরিয়ার মধ্যে উদ্যোক্তার নিজের নামে সম্পত্তি না থেকে অন্য কোন এলাকায় থাকলে, সেই সম্পত্তি জামানত রেখে উক্ত উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদান করা যাবে; iii) যে সকল ঋণের বিপরীতে জামানত গ্রহন করা হয়, সে সকল ঋণের ক্ষেত্রে পল্লী এলাকায় জামানত হিসেবে বাস্তু ভূমি (বসতবাড়ি) গ্রহন করা যাবে না। বাস্তু ভূমি (বসতবাড়ি) এর অর্থ বাসগৃহ ও ইহার অধিনস্থ ভূমিসহ এবং তদসংলগ্ন দখলভুক্ত কোন প্রাঙ্গন, পুকুর, প্রার্থনার স্থান, প্রাইভেট কবরস্থান কিংবা শশ্মান ভূমিসহ এবং বসতবাড়ি কিংবা কৃষি অথবা হর্টিকালচারের সাথে সংশ্লিষ্ট সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বাহির বাড়ি বা গৃহ এবং সুনির্দিষ্ট চৌহদ্দিভুক্ত জমি পতিত থাকুক বা না থাকুক ইহার আবাসভূমি (Homestead) অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।
			ঘ) রেজিষ্টার্ড বন্ধক সম্পাদনের প্রক্রিয়া ঃ i) ঋণ মঞ্জুরী পত্র পাওয়ার পর নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ আইনজীবীর মাধ্যমে দুইটি দলিল এর মোসাবিদা সম্পন্ন করতে হবে ঃ ❖ ঋণ মঞ্জুরীপত্র ; ❖ ঋণগ্রহীতার TIN সার্টিফিকেট ; ❖ আইনগত মতামত ; ❖ বন্ধকী দলিল ও আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) দলিল প্রস্তুত করা । ii) বন্ধকী ও আমমোক্তারনামা দলিল এর মোসাবিদা সম্পন্ন হলে বন্ধকীর জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী ফি জমা প্রদান করে স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ ব্যাংকের একজন প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকতে হবে ঃ ❖ বন্ধকী ও আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) দলিল ; ❖ বন্ধকীর জন্য প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের রশিদ। iii) বন্ধকী ও আমমোক্তারনামা দলিল সঠিক বিবেচনায় সাব-রেজিস্টার মহোদয় বন্ধকী সম্পন্ন করে একটি রশিদ প্রদান করবেন। উক্ত রশিদে দলিল নম্বর ও দলিল এর সিরিয়াল নম্বর উল্লেখ থাকবে। পরবর্তীতে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে আবেদন করে মূল বন্ধকী দলিল সংগ্রহপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার ঋণ নথিতে সংরক্ষন করতে হবে।
১৮।	মূল্যায়নকারী কর্তৃপক্ষ	ঃ	➢ শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ মঞ্জুরকারী হলে মূল্যায়ন ও সুপারিশকারী হবেন সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী, মাঠকর্মী না থাকলে শাখা ব্যবস্থাপক নিজেই ঋণ মূল্যায়ন ও সুপারিশ এবং মঞ্জুরকারী হবেন; ➢ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মঞ্জুরকারী হলে মূল্যায়ন ও সুপারিশকারী হবেন সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মী; ➢ ২.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন ও সুপারিশকারী হবেন সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মী; এবং ➢ ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বের ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে সুপারিশকারী হবেন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং মূল্যায়ন ও সুপারিশকারী হবেন সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মী; ➢ মূল্যায়নকারী কর্তৃপক্ষ সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন পূর্বক তদন্ত করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করবেন।

বিষয় ঃ ''কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" এর আওতায় ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা ঋণ প্রদানের নীতিমালা।

ক্রঃ নং	বিষয়		বিবরণ
১৯।	ঋণ মঞ্জুরী পত্র	ঃ	মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ শাখা ব্যবস্থাপক হলে তিনি সরাসরি ঋণগ্রহীতার অনুকূলে মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করবেন। ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ শাখা ব্যবস্থাপক না হলে ঋণ মঞ্জুরীকারী কর্তৃপক্ষকে শাখা ব্যবস্থাপকের অনুকুলে ঋণ মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করতে হবে। শাখা ব্যবস্থাপক উক্ত মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্তির পর ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে আবেদনকারীর অনুকুলে মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করবেন। মঞ্জুরী পত্রের অফিস কপিতে প্রাপ্তি স্বীকার ও শর্তাদি পরিপালনে সম্মত মর্মে স্বাক্ষর গ্রহন করে মূলকপি আবেদনকারীর নিকট হস্তান্তর করতে হবে। উক্ত মঞ্জুরী পত্রের অফিস কপিসহ আঞ্চলিক কার্যালয়/প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত মঞ্জুরীপত্র সংশিণ্টষ্ট ঋণ নথিতে সংরক্ষন করতে হবে।
২০।	মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ	ঃ	ঋণ মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ মাস, তবে যুক্তিসঙ্গত কারনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদনে বিলম্ব হলে আরো ২ মাস সময় বাড়ানো যেতে পারে।
২১।	ঋণ আদায় পদ্ধতি	ঃ	ক) স্বল্প মেয়াদী ঋণ ঃ স্বল্প মেয়াদী খাতে বিতরণের জন্য ঘূর্ণায়মান/আবর্তনশীল হিসেবে ঋণ প্রদানের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১ বছরের মধ্যে সুদসহ পরিশোধযোগ্য/আদায়যোগ্য। স্বল্প মেয়াদী ঋণ অতি দ্রুত বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে। খ) মাধ্যম মেয়াদী ঋণ ঃ মধ্যম মেয়াদী ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩ বছর। গ্রাহক পর্যায়ে ১ থেকে ৩ বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা যাবে। মধ্যম মেয়াদী ঋণ বাজেট অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৬ মাসের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে।
২২।	খাতভিত্তিক ঋণের বিবরণ	ঃ	**খাতওয়ারী বিশেষ বিশেষ ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অতিরিক্ত নির্দেশনাসমূহ ঃ**
ক)	গ্রামীণ পরিবহন		i) গাড়ীটি সাধারণ বীমা করপোরেশন (অথবা AAA+ক্রেডিট রেটিং প্রাপ্ত বেসরকারী বীমা কোম্পানী) এর নিকট ব্যাংক ও উদ্যোক্তা এর যৌথনামে বীমা করতে হবে। ঋণগ্রহীতা অটোরিক্সা ট্রায়াল দেয়ার পর উহা সুষ্ঠুভাবে চলছে এ মর্মে সনদপত্র দেয়ার পর সরবরাহকারীকে বিলের সমুদয় টাকা ক্রসড চেকের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে; ii) অটোরিক্সা/থ্রি-হুইলারটি ব্যাংকের নামে রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে। যার মূল কপি ব্যাংকে জমা থাকবে। ফটোকপি ঋণগ্রহীতাকে (এর গায়ে লিখে দিতে হবে মূল কপি ব্যাংকে রক্ষিত আছে) প্রদান করতে হবে; iii)অটোরিক্সা/থ্রি-হুইলার এর আমদানীকারক বা ডিস্ট্রিবিউটর বা অনুমোদিত ডিলার/কোম্পানি কর্তৃক কমপক্ষে ০১ (এক) বছর গ্যারান্টি দিতে হবে। তবে, গ্যারান্টি ০১ (এক) বছরের বেশী দিতে পারলে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। দলিলায়নের পর অটোরিক্সা/ থ্রিহুইলার (সিএনজি/পেট্রোল/ডিজেলচালিত) সরবরাহকারীর অনুকুলে অনুমোদিত ব্যাংকের ক্রস্ড চেকের মাধ্যমে টাকা প্রদান করতে হবে। সরবরাহকারীকে সরবরাহ আদেশ দেয়ার পর সরবরাহকারী অটোরিক্সা প্রাপ্তি স্বীকার নিয়ে সরবরাহ করবে। তাছাড়া অটোরিক্সা/থ্রি-হুইলার (সিএনজি/পেট্রোল/ডিজেলচালিত) এর ক্যাশ মেমো আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নামে করতে হবে। iv) গ্রামীণ পরিবহন ঋণে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি, সংশিণ্টষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে রোড পারমিট নিতে হবে এবং তার সত্যায়িত কপি ব্যাংকে জমা দিতে হবে, গাড়ী ব্যাংকের নামে রেজিষ্ট্রী হওয়ার পর তার মূল কপি, অটো রিক্সার সকল কাগজপত্র, হলফ নামা গ্রহন করতে হবে; v) গ্রামীণ পরিবহণ ঋণের ক্ষেত্রে দরপত্রের কপি জমা দিতে হবে।
খ)	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ঋণ	ঃ	i) আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যা, আনসার ও ভিডিপি সংগঠনের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এই ঋণ প্রদান করা যাবে। পাশাপাশি, যে সকল ঋণগ্রহীতাগণ অত্র ব্যাংক থেকে অন্য খাতে ঋণ গ্রহন করেছেন তাদের গৃহীত ঋণ নিয়মিত স্ট্যাটাস বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদান করা যাবে। তাছাড়া, ''গবাদী পশু ও গাভী পালন ঋণ" এবং ''দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম" এর আওতায় যারা গ্রহন করেছেন, সে সকল ঋণ গ্রহীতাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ঋণ প্রদান করা যাবে; ❖ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণে অর্জিত সম্পদ গ্রাহক বিক্রয়/হস্তান্তর করতে পারবেন না; ❖ ঋণগ্রহীতাকে ঋণের টাকা নগদে প্রদান করতে হবে।
গ)	সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন ঋণ	ঃ	i) যে সকল ঋণগ্রহীতা অত্র ব্যাংক থেকে একাধিকবার ঋণ গ্রহণ করে যথানিয়মে ঋণ পরিশোধ করেছেন, তাঁরাও অন্যান্য ঋণের পাশাপাশি এ ঋণ গ্রহন করতে পারবেন। তবে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ঋণগ্রহিতাকে একাধিক ঋণ প্রদান করা যাবে না; ii) IDCOL (Infrastructures Development Company Limited) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয়ের নিমিত্বে (সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের প্যাকেজ ভিত্তিক) দরপত্র সংযুক্ত করতে হবে; iii)ঋণগ্রহীতাকে ঋণের টাকা নগদে প্রদান করা যাবে না। সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানকে চেক/ডিডি/পে অর্ডারের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হবে; iv)ঋণগ্রহীতার চাকুরীচ্যুতি হলে যদি ঋণগ্রহীতা অবিবাহিত হয় সে ক্ষেত্রে পরিবারের যে কোন নির্ভরশীল ব্যক্তিকে জামিনদার হিসাবে রাখতে হবে। অবিবাহিত ব্যক্তির বেলায় তিনি মৃত্যুজনিত বীমায় যাকে নমিনি মনোনিত করেছেন তার গ্যারান্টি নিতে হবে।

বিষয় ঃ ''কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" এর আওতায় ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা ঋণ প্রদানের নীতিমালা।

ক্রঃ নং	বিষয়		বিবরণ
ঘ)	''Ansar VDP Alo-by Solaric (AVAS) প্রকল্প এর মাধ্যমে M-IPS স্থাপন" ঋণ	ঃ	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং Solar Intercontinental (Solaric) Limited এর সাথে ''ত্রিপক্ষীয় সেবা চুক্তি" (Tri-party Service Agreement) এবং গত ১৭-০১-২০১৮ তারিখের অপারেশন সার্কুলার নং-০১/২০১৮ ও ২৮-০২-২০১৮ তারিখের অপারেশন সার্কুলার নং-০৭/২০১৮ এবং তৎপরবর্তীতে জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী পরিচালিত ''Ansar VDP Alo-by Solaric (AVAS) প্রকল্প এর মাধ্যমে M-IPS স্থাপন" ঋণ খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে।
ঙ)	পুকুরে মৎস্য চাষ, মৎস্য হ্যাচারী প্রকল্প ও চিংড়ী চাষ ঋণ	ঃ	i) পুকুরে মৎস্য চাষ, মৎস্য হ্যাচারী প্রকল্প ও চিংড়ী চাষ ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর। এ ঋণের গ্রেস পিরিয়ড হবে ৯ (নয়) মাস। ঋণ উত্তোলনের তারিখ থেকে ৯ মাস পর ৩টি মাসিক কিস্তিতে সুদসহ সমুদয় ঋণ পরিশোধযোগ্য হবে। ঋণ পরিশোধের ৫ (পাঁচ) দিন পর পুনরায় ঋণগ্রহীতা একই পরিমান ঋণ পরবর্তী ১ বছরের জন্য গ্রহণ করতে পারবে। ঋণটি নবায়নের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের এখতিয়াভুক্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে নতুন করে ঋণ প্রস্তাব করার প্রয়োজন হবে না। এভাবে ১ বছরের চক্রে ৩ বছর পর্যন্ত ঋণটি চালু থাকবে। ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে দৈনিক প্রোডাক্টের ভিত্তিতে আসল এবং সুদ আদায় করতে হবে। ৩ বছর অতিক্রান্ত হলেই কেবল প্রয়োজনে ঋণটি বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করা যাবে। ii) এ খাতে ঋণ গ্রহনে নিজস্ব বা চুক্তিতে আবেদনকৃত ঋণের টাকার ৩০% মূল্যের সমপরিমাণ পুকুর থাকতে হবে, মাছ চাষের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ থাকতে হবে, মাছ ধরার ও মাছের খাবারের আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম থাকতে হবে।
চ)	গবাদী পশু ও গাভী পালন ঋণ	ঃ	➢ এ খাতে ঋণ গ্রহনে আধা-পাকা উপরে খোলা উন্মুক্ত স্থানে আলো বাতাস পূর্ন এলাকা নির্দিষ্ট মাপের গোসালা থাকতে হবে; ➢ গোবর এবং বর্জ্য আলাদাভাবে রাখার জন্য উপযুক্ত স্থান থাকতে হবে; ➢ খাবার উপযোগী ও খাবার সংরক্ষন এবং টিউবয়েলের সংস্থান থাকতে হবে যার মাধ্যমে গোসালাসহ আশপাশের এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখা যায় এবং এ জন্য খামার পর্যায়ে বায়ো-স্লারী তৈরীতে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
ছ)	গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ/ মহিষ ক্রয় ঋণ	ঃ	ঋণগ্রহীতাকে ঋণের টাকা একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। এ ঋণের মেয়াদকাল হবে ৩ বছর। তবে প্রতি ১ বছর অন্তর ঋণের সুদসহ সমুদয় টাকা পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধ শেষে পুনরায় একই পরিমাণ ঋণ প্রদান করা যাবে। ঈদুল আযহার সময়ে ঋণের টাকা আদায় নিশ্চিত করতে হবে।
জ)	পোল্ট্রী (ব্রয়লার/ লেয়ার) ঋণ	ঃ	ব্রয়লার ঋণের মেয়াদকাল হবে ৩ বছর। প্রতি ৪৫ দিন পর পর ২৪টি সম-কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। অন্যদিকে, লেয়ার ঋণের ক্ষেত্রে ন্যুনতম ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ মোট ১৮-৩৬ মাসে এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে।
ঝ)	কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ	ঃ	কৃষি যন্ত্রপাতির নাম ঃ (১) পাওয়ার ট্রিলার, (২) ট্রাক্টর, (৩) ধান রোপনের মেশিন, (৪) ধান/গম/ভুট্টা মাড়াইয়ের মেশিন, (৫) ধান/গম/জব/ভুট্টা কাটার মেশিন, (৬) বাদামের খোসা ছাড়ানোর মেশিন, (৭) চা তৈরীর মেশিন, (৮) নিড়ানী যন্ত্র, (৯) শ্যালো মেশিন এবং (১০) ইলেকট্রিক মটর ইত্যাদি।
২৩।	অন্যান্য শর্তাবলী	ঃ	ক) কোন অবস্থাতেই বিদ্যমান কোন ঋণ সমন্বয়ের জন্য এ ঋণের অর্থ ব্যবহার করা যাবে না।
			খ) মৎস্য খাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মাছ চাষের পরামর্শপত্র অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নির্ধারণ করতে হবে ঃ ➢ ঋণের পরিমাণ; ➢ ঋণ বিতরণকাল; ➢ ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচী। গ) গবাদী পশু খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতেহবে।
			ঘ) যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণটি পরিচালিত হবে, সেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি-বিধান পরিপালনপূর্বক সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে এবং ঋণের সদ্ব্যবহার ১০০% নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় শাখা ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।
			ঙ) সাধারণভাবে কোন উদ্যোক্তা একটি ঋণ বিদ্যমান রেখে আরো একটি ঋণ গ্রহন করতে পারবেন না, তবে ঃ ➢ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে স্থায়ীভাবে চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং এ ব্যাংকের চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পূর্বের ঋণের কিস্তি পরিশোধ আপডেট থাকা সাপেক্ষে একটি বাড়ী একটি খামার/পারসোনাল লোন এর পাশাপাশি বায়োগ্যাস/সৌরবিদ্যুৎ ঋণ পাবেন।

বিষয় ঃ ‘‘কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী” এর আওতায় ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা ঋণ প্রদানের নীতিমালা।

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>বিষয়</th><th></th><th>বিবরণ</th></tr>
<tr><td>২৩।</td><td>অন্যান্য শর্তাবলী</td><td>ঃ</td><td>চ) কৃষিভিত্তিক শিল্পে চলতি মূলধন/আনসার প্রণোদনা কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প/গরু মোটতাজাকরন ঋণ/মৎস্য চাষ ঋণ/গবাদী পশু ও গাভী পালন/পোল্ট্রি ইত্যাদি প্রকল্প ঋণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে ঃ
➢ প্রকল্প পরিচালনায় জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে;
➢ সংশিণ্টষ্ট বিষয়ে পেশাদারী/অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;
➢ ঋণ ব্যবহারের যোগ্যতা সহ ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ও আর্থিক আচরণে সুনামের অধিকারী হতে হবে; এবং
➢ প্রোফাইল আকারে প্রকল্পের আয়-ব্যয় এবং সম্পদ-দায়ের বিবরণী দিতে হবে (সংযুক্তি-২ অনুযায়ী)।

ছ) পোল্ট্রি (ব্রয়লার ও লেয়ার) ঋণ/আনসার-ভিডিপি প্রণোদনা কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে;
জ) প্রকল্প ঋণসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ঋণগ্রহীতার নিকট হতে দাখিলকরণ নিশ্চিত করতে হবে ঃ
➢ আয়কর পরিশোধের দালিলিক প্রমানের সত্যায়িত ফটোকপি;
➢ প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতার সত্যায়িত সনদ (যদি থাকে);
➢ হালসনের কর প্রদান রশিদের সত্যায়িত ফটোকপি;
➢ ভ্যাট পরিশোধের দালিলিক প্রমানের সত্যায়িত ফটোকপি;
➢ স্থায়ী আমানত হিসাবের মূল রশিদ/এসডিপিএস/সঞ্চয়ী আমানত স্কীমের টাকা নগদায়নের ক্ষমতা সম্বলিত সমর্থন পত্র;
➢ লেটার অব ডিসক্লেইমার (ভাড়াকৃত দোকান/প্রকল্প/ব্যবসার ক্ষেত্রে);
➢ ঋণগ্রহীতা নির্বাচন সুচারুভাবে করতে হবে, যাতে কিস্তি খেলাপী না হয়;</td></tr>
<tr><td>২৪।</td><td>ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা</td><td>ঃ</td><td>ক) আলোচ্য ঋণের আওতায় কোন গ্রাহককে প্রথম পর্যায়ে ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা নিম্নোক্তভাবে প্রয়োগ করা যাবে ঃ
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>পদবী</th><th>পদ</th><th>সর্বোচ্চ ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা (লক্ষ টাকায়)</th></tr>
<tr><td rowspan="7">১</td><td rowspan="3">ক) শাখা ব্যবস্থাপক</td><td>১। অফিসার/এসও</td><td>১.৫০</td></tr>
<tr><td>২। পিও/এসপিও</td><td>২.০০</td></tr>
<tr><td>৩। লোকাল অফিস</td><td>৩.০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">খ) আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক</td><td>৩.০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">গ) উপ-মহাব্যবস্থাপক (ঋণ ও অগ্রিম)</td><td>৫.০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">ঘ) মহাব্যবস্থাপক,অপারেশন, অপারেশন মহাবিভাগ</td><td>৮.০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক</td><td>৮.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে</td></tr>
</table>
খ) একই গ্রাহককে পরবর্তী পর্যায়ে সমপরিমাণ/একই পরিমাণ ঋণ প্রদানে ঋণের খাত নির্বিশেষে নিম্নোক্তভাবে ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে ঃ
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>পদবী</th><th>পদ</th><th>সর্বোচ্চ ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা (লক্ষ টাকায়)</th></tr>
<tr><td rowspan="7">১</td><td rowspan="3">ক) শাখা ব্যবস্থাপক</td><td>১। অফিসার/এসও</td><td rowspan="3">৩.০০</td></tr>
<tr><td>২। পিও/এসপিও</td></tr>
<tr><td>৩। লোকাল অফিস</td></tr>
<tr><td colspan="2">খ) আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক</td><td>৫.০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">গ) উপ-মহাব্যবস্থাপক (ঋণ ও অগ্রিম)</td><td>৮.০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">ঘ) মহাব্যবস্থাপক, অপারেশন, অপারেশন মহাবিভাগ</td><td>১০.০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক</td><td>১০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>২৫।</td><td>ঋণের সদ্ব্যবহার</td><td>ঃ</td><td>ক) ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে ঋণ বিতরণ, আদায় এবং সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়মিত মনিটর করতে হবে;
খ) বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কৃষকদের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে ঋণের মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবে;
গ) এই স্কীমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোন অংশ সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক সে পরিমাণ অর্থের উপর ব্যাংক রেট হতে ৫% অধিক হারে আদায় করবে বিধায় এ ঋণের শতভাগ সদ্ব্যবহার না হলে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যমান সুদের হার ৯% এর পরিবর্তে ১৩% হবে এবং খেলাপীর জন্য ঋণের অনাদায়ী স্থিতির উপর আরো অতিরিক্ত ২% সুদ আদায়যোগ্য হবে;
ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত খাতসমূহে এ ঋণ বিতরণ করতে হবে।</td></tr>
</table>

বিষয় ঃ **''কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" এর আওতায় ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা ঋণ প্রদানের নীতিমালা।**

ক্রঃ নং	বিষয়		বিবরণ
২৬।	ঋণের প্রতিবেদন প্রেরণ	ঃ	ক) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের নিমিত্বে এ খাতে ঋণ বিতরণের সার্বিক অবস্থা উল্লেখপূর্বক মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন (স্বল্প মেয়াদী ঋণের জন্য সংযুক্তি-১ এবং মধ্যম মেয়াদী ঋণের জন্য সংযুক্তি-২) অনুযায়ী প্রস্তুত করতঃ এর মূল কপি ঋণ আদায় উপ-বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। খ) প্রত্যেক মাসের ঋণ বিতরণ প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় উপ-বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। গ) তাছাড়া, ঋণ আদায় উপ-বিভাগের চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন ও তথ্য প্রেরণ করতে হবে। ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের উক্ত প্রতিবেদন (স্বল্প মেয়াদী ঋণের জন্য সংযুক্তি-১ এবং মধ্যম মেয়াদী ঋণের জন্য সংযুক্তি-২) অনুযায়ী ঋণ আদায় উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রতি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
২৭।	উপসংহার	ঃ	উপরোক্ত নীতিমালার বিষয়ে কোন স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন হলে অত্র বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়া হলো। ফোন ঃ ০২-৪৮৩১৩১৯১, ই-মেইল ঃ avublad@gmail.com

৩। উল্লেখ্য যে, বাহিনী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ''কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" বাস্তবায়নপূর্বক বিপুল জনগোষ্ঠিকে আর্থিক সাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের গ্যারান্টির বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত ২০০.০০ কোটি টাকার এ ঋণ যথাযথ সদ্ব্যবহার ও সময়মত সুদাসলে পরিশোধ নিশ্চিত করতে ব্যাংক ''চুক্তিমূলে অঙ্গীকারাবদ্ধ"। সে প্রেক্ষাপটে এ ঋণ কার্যক্রমের আওতায় নিম্নরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ঃ

- ঋণগ্রহীতা ও উদ্যোক্তা নির্বাচন ও বাছাই যত্ন ও দক্ষতার সাথে করতে হবে;
- প্রয়োজনীয় ঋণের প্রকৃত পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করতে হবে;
- ইকুইটি/মার্জিন প্রদানে উদ্যোক্তার বিনিয়োগে সক্ষমতা ও অভিপ্রায় যাচাই করতে হবে;
- পরিশোধসূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের উদ্যোক্তার সক্ষমতা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে;
- প্রথমবারের মত ব্যাংক সর্বোচ্চ ৪০.০০ লক্ষ টাকা সীমার ঋণ বিবেচনা করতে যাচ্ছে বিধায়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ''প্রকল্প ব্যয়" নিরূপণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুমোদনক্রমে,

মোঃ শাহজাহান আকন্দ
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
ঋণ ও অগ্রিম উপ-বিভাগ
ফোন ঃ 02-48313191
avublad@gmail.com

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ মাহবুবুর রহমান
মহাব্যবস্থাপক
অপারেশন মহাবিভাগ
ফোন ঃ 02-9347615
gmoperation@ansarvdpbank.gov.bd

সূত্র নং-২/২০/৪৮৪/ তারিখ ঃ ঐ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

১। ষ্টাফ অফিসার টু এমডি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
২। ষ্টাফ অফিসার টু জিএম, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন/অপারেশন) মহোদয়ের দপ্তর, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ মইনুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, ওয়েলফেয়ার উইং, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
৪। সকল উপ-বিভাগ প্রধান, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (উপ-বিভাগ প্রধান, কম্পিউটার উপ-বিভাগকে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শণের অনুরোধসহ)। ঋণ আদায় উপ-বিভাগ (স্বল্প মেয়াদী ঋণের জন্য সংযুক্তি-১ এবং মধ্যম মেয়াদী ঋণের জন্য সংযুক্তি-২) অনুযায়ী ঋণ বিতরণের প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে মাসিক ভিত্তিতে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।
৫। সকল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক।
৬। নথি/মহানথি ।

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ জয়নুল আবেদীন
সিনিয়র অফিসার
ঋণ ও অগ্রিম উপ-বিভাগ
ফোন ঃ 02-48313191
avublad@gmail.com